শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

২০২১ । সংখ্যা-১৪

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

"অমৃত বর্ষণ ধারা"

শ্রীশ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজের

প্রবচণ থেকে সংগৃহীত বিবিধ পারমার্থিক বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ

গুরুদেব

এবং

পূর্বতন আচার্যবর্গ

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে, আমাদের যে কেবল গুরু আছেন, তাই নয়, রয়েছেন পূর্বতন আচার্যবর্গও। শ্রীল প্রভুপাদ যে কেবল শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের উপদেশ মেনে চলতেন, তা নয়, তিনি শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী এবং এমনই আরও অনেকের নির্দেশাদি অনুসরণ করতেন। অবশ্য, মূলত নিজের পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর উপদেশাবলী মেনে চলাই মানুষের কর্তব্য হলেও, তা ছাড়াও, পূর্বতন আচার্যবর্গের ভাবধারা কি, এবং তাঁদের সর্বাঙ্গীণ অভিলাষ যে কি, সে-বিষয়েও সচেতন থাকা চাই।

ঠিক যেমন তুমি যদি একটা সোজা লাইন টানতে চাও। যদি একটি বিন্দুর পরিবর্তে দুটি বিন্দু দেওয়া থাকে, তা হলে তুমি

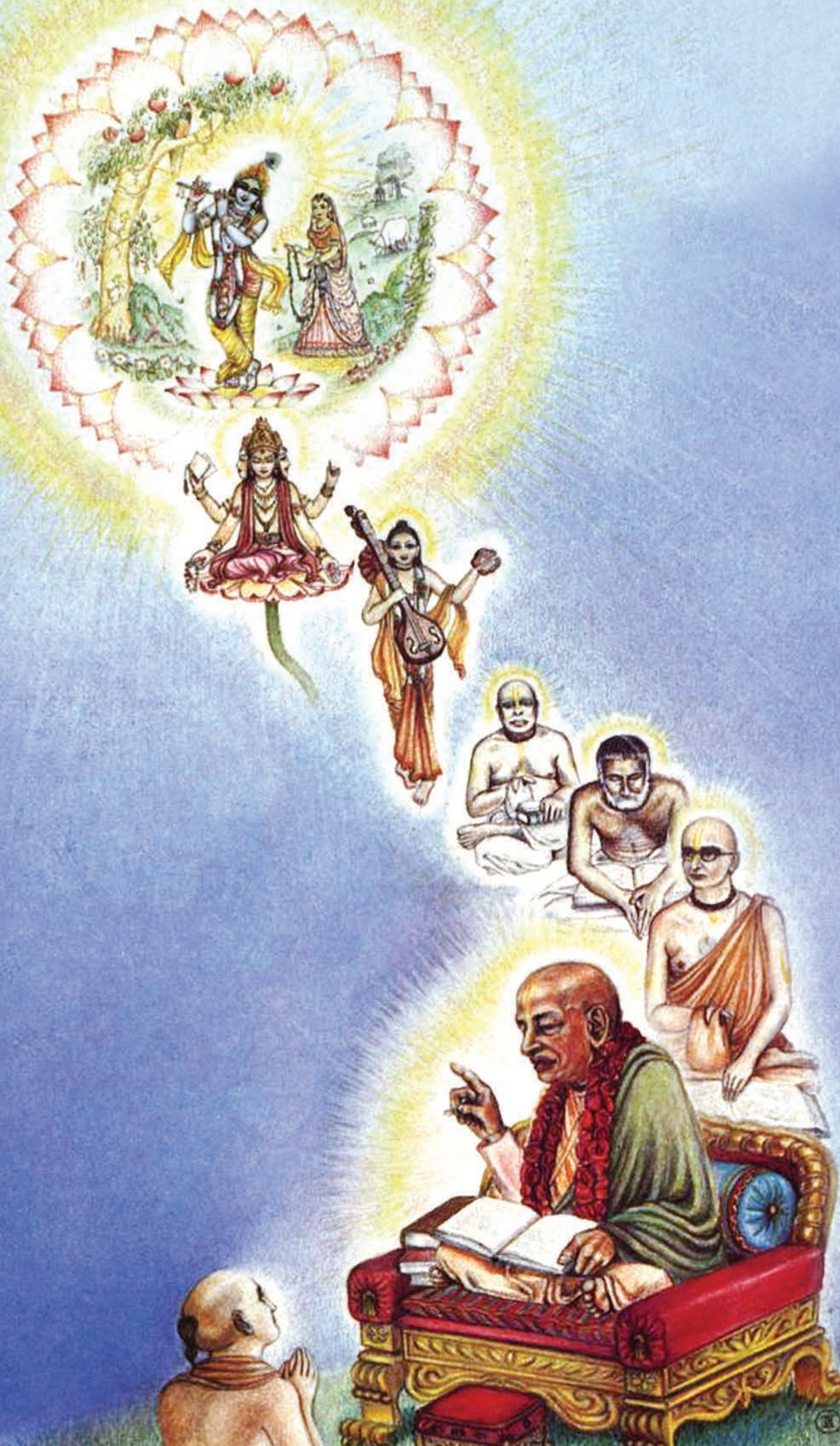

সহজেই লাইনটা আঁকতে পার। তেমনই আমাদের পারমার্থিক দীক্ষাগুরুই যে স্বয়ং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু, ঠিক তা নয়, তবে তিনি অবতীর্ণ হয়ে থাকেন একটা ধারা অবলম্বন করে আর সেই সর্বাঙ্গীণ ধারাটা আমাদের বোঝা চাই।

শ্রীল প্রভুপাদ পূর্বতন আচার্যবর্গের মূলগত ভাবধারা অক্ষুন্ন রাখতেন। ভগবৎ-তত্ত্ব প্রচারের বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে, প্রত্যেক পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর এক-একজনের সমসাময়িক যুগক্ষণে বিভিন্ন ধরনের প্রচার পদ্ধতি প্রাধান্য লাভ করেছিল।

আমরা দেখতে পাব যে, কৃষ্ণভাবনা চর্চা যতই সারা জগতে ক্রমে ক্রমে ব্যাপকতা লাভ করতে থাকবে, ততই নতুন নতুন ধরনের ভক্তমণ্ডলী আর নতুন নতুন ধরনের মায়া সৃষ্টি হতে থাকবে, আর সেই সব কিছুর সামাল দিতেও হবে বিভিন্ন ধরনের প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে।

ঠিক যেমন বীজ বপন করলে তখন তোমাকে এক ধরনের সমস্যা মেটাতে হয়, আবার যখন বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে, তখন তোমার অন্য ধরনের সব সমস্যা আসে, জল দেওয়া, সার দেওয়া, আগাছা তোলা এবং আরও নানা রকমের সমস্যা। তাই বাড়বাড়ন্ত অবস্থায়, বেড়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে সমস্যা সর্বদাই বদলাতে থাকে আর অবশেষে শুরু হয় ফসল তোলার কাজ।

শেষ পর্যন্ত, শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন যে, প্রতি নগরাদি গ্রামে, সারা জগতে সর্বত্র তাঁর পবিত্র নাম প্রচারিত হবে। যদিও বেশ ভালই প্রগতি হয়েছে, তবুও আরও অনেক দূর যেতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "কৃষ্ণভাবনা প্রচারের উদ্দেশ্যে আমার যে কত রকমের পরিকল্পনা রয়েছে এবং সে সব তো আমি এখনই তোমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারছি না।" সুতরাং এখন আমরা যে সব পরিকল্পনাগুলি নিয়ে চলেছি, তার ওপরে নতুনভাবে গড়ে তোলার মতো কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের উপযোগী আরও আরও পরিকল্পনা শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর কৃপাবর্ষণের মাধ্যমে উদঘাটিত করতে থাকবেন।

তথ্য সূত্র: *শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ২৮-২৯*

কে যথার্থ গুরু?

"জড় ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের ছ'টি বেগ যিনি দমন করতে সমর্থ, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ গুরু এবং তিনিই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শিষ্য গ্রহণ করতে পারেন।"

- শ্রীগুরুকৃপা লাভের পন্থা

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net

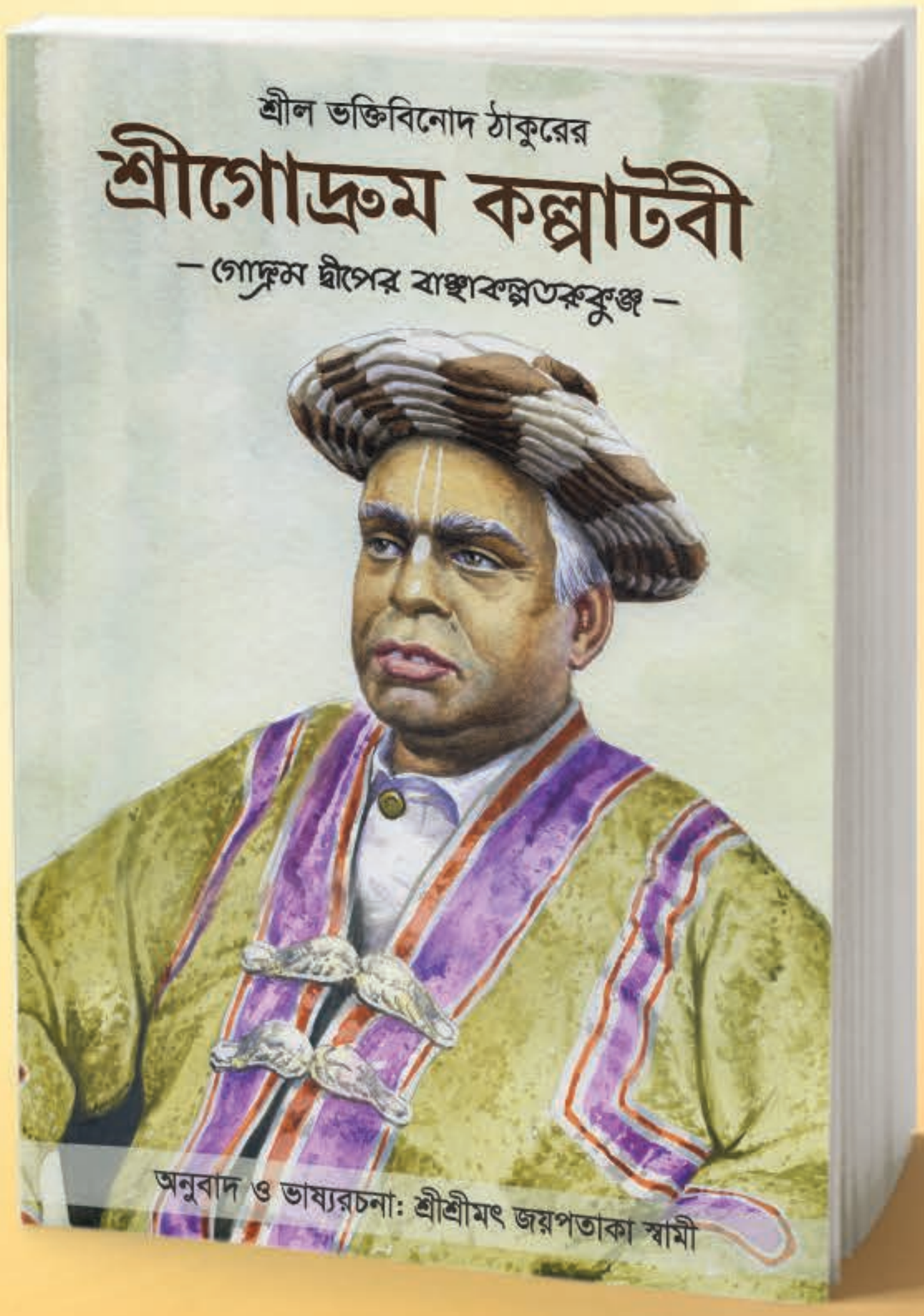

ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

+919800915553